কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 13 FEB 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ...

# জাবির হলে তরুণীসহ ছাত্রলীগ নেতা আটক!

জাবি প্রতিনিধি ▶

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল থেকে তরুণীসহ জাবি শাখা ছাত্রলীগের এক নেতাকে আটক করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গত সোমবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে মীর মশাররফ হোসেন হলের ১১০ নম্বর কক্ষ থেকে তাঁকে আটক করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মুজিবুর রহমান এবং মীর মশাররফ হোসেন হলের আবাসিক শিক্ষক মাহমুদুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ওই ছাত্রলীগ নেতার নাম মহিতোষ রায় টিটো। তিনি ধর্মবিষয়ক সম্পাদক।

তবে ঘটনার কথা অস্বীকার করেছেন টিটো। গতকাল বুধবার বিকেল ৪টায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলন করে তিনি এ ঘটনার কথা অস্বীকার করেন। এদিকে ছাত্রদের আবাসিক হলে তরুণীসহ ছাত্রলীগ নেতা আটকের ঘটনা বিভিন্ন পত্রিকা ও অনলাইনে প্রকাশিত হওয়ায় সাধারণ শিক্ষার্থীসহ ক্যাম্পাসের সবার মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

সূত্র জানায়, সোমবার রাতে মীর মশাররফ হোসেন হলের নিচতলার ১১০ নম্বর কক্ষে ছাত্রলীগের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক মহিতোষ রায় টিটো এক তরুণীকে নিয়ে যায়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই হলের প্রাধ্যক্ষ, আবাসিক শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ওই কক্ষে অভিযান চালিয়ে রাত আড়াইটার দিকে তরুণীসহ তাঁকে আটক করেন।

এ বিষয়ে মীর মশাররফ হোসেন হলের আবাসিক শিক্ষক মাহমুদুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা খবর পেয়ে রাত আড়াইটার দিকে ১১০ নম্বর কক্ষে গিয়ে একটি মেয়েসহ এক শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করি। পরে তাকে প্রক্টরের হাতে তুলে দিই।'

জাবি শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুর রহমান জনি ও সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহমেদ রাসেল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কারো বিরুদ্ধে এ রকম কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হলে জাবি শাখা ছাত্রলীগ সাংগঠনিকভাবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।'

এদিকে ছাত্রলীগ নেতার কক্ষ থেকে ঢাবি ছাত্রী আটকের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কিছু ব্যক্তি জোর চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মুজিবুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা সোমবার রাতে মীর মশাররফ হোসেন হলে অভিযান চালিয়ে একটি কক্ষ (১১০) থেকে ঢাবির এক ছাত্রীকে আটক করি। সে তার বান্ধবীদের সঙ্গে এখানে ঘুরতে এসে বেশি রাত হয়ে গেলে হলে অবস্থান নেয়।'

প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন : এদিকে ছাত্রীসহ আটকের ঘটনাকে ভিত্তিহীন দাবি করে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ওই ছাত্রলীগ নেতা। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নিজেকে নির্দোষ দাবি করে তিনি বলেন, '১১০ নম্বর কক্ষে নয়, ঢাবি ফিন্যান্স বিভাগের ওই ছাত্রীকে পেইরুম থেকে প্রশাসন নিয়ে যায়। রাজনৈতিকভাবে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তার বিরুদ্ধে সংবাদটি প্রকাশ করা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। সংবাদ সম্মেলনে মহিতোষ রায় টিটো আরো বলেন, 'বিভিন্ন অনলাইন ও জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত আমার বিরুদ্ধে হলে নারী নিয়ে অবস্থানের সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমার কক্ষ নম্বর ২১৫/বি হলেও বিভিন্ন পত্রিকায় ১১০/বি নম্বর কক্ষ বলে প্রকাশিত হয়েছে, যে কক্ষে কখনোই থাকা হয়নি।' এ সময় তিনি আরো জানান, হলের প্রাধ্যক্ষ ও প্রক্টরিয়াল বডির উপস্থিতিতেই মেয়েটিকে পেইরুম থেকে উদ্ধার করা হয়। আর মেয়েটি তার কাছে আসেনি বলেও জানান তিনি। তবে মেয়েটিকে রাত তিনটার দিকে পেইরুম থেকে উদ্ধার করে হল প্রশাসন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১১০ নম্বর কক্ষে নিয়ে যায় বলেও দাবি করেন তিনি।